কবিতার কলকাতা : প্রতিমাপুঞ্জ

আবার 'কলকাতা' খবরের কাগজের প্রথম পাতায় উঠেছে। কলকাতা নিয়ে আরো একবার বাদবিসংবাদ, তর্কবিতর্ক, রাগ-অনুরাগ। রাজনীতির জল ঘোলা। জওহরলাল নেহরু থেকে রাজীব গান্ধী পর্যন্ত প্রায় বেশ কজন প্রধানমন্ত্রীই তো একবার না একবার কলকাতা সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন এই বেয়াড়া বেখাপ্পা শহরকে। তারপর বেকায়দা বুঝে শুধরে নিয়েছেন নিজেদের অসতর্ক উক্তি। শুধু তাঁদের কথাই বা কেন, আরো অনেককেই তো রাগ প্রকাশ করতে দেখি কলকাতার হাবভাব বা আচরণ নিয়ে। অনেক সময়ই মনে হয়, ওই বিরাগ যেমন রাজনৈতিক, ওই সংশোধনও তাই। নইলে, কলকাতার নানা ব্যাপারে যাঁরা খাপ্পা, কিংবা নিরাশ, তাঁরা কী করে ভুলে যান ঔপনিবেশিক শাসনের সবচেয়ে নির্মম চাপ ভোগ করতে হয়েছে এই শহরকে কতকাল, দেশবিভাগের পরিণাম কীভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে এই শহরকে গভীরে, অসম উন্নয়ন পরিকল্পনার দায়ভাগ বইতে হয়েছে বা হচ্ছে কতটাই পূর্বাঞ্চলের এই কসমোপলিটান শহরকে। তবু তো পরাক্রান্ত কলকাতার মানুষ 'নিষেধে মাথা নাড়ে'। প্রচার করা হয়ে থাকে, উনিশশতকী নবজাগরণের লীলাভূমি এই শহর আজ শুধুই অধোমুখী। তাই যদি হবে, ইংরেজ আমলের অনর্গল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কিংবা ১৯৪৬-এর দাঙ্গার ইতিহাস পেছনে ফেলে আজ কীভাবে জাঁক করে বলতে পারা যায়, কলকাতাই এখন সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক শহর? সব থেকে নিরাপদ, সব থেকে উচ্ছল। কলকাতার পথে-পথে হোঁচট খেতে-খেতেও নিষ্প্রদীপ এই শহরের মানুষ যে পরম কৌতুকে সব সয়ে যায়, সে কি তাদের ক্লীবতাই শুধু, না কি শহরের ভবিষ্যতে মরিয়া আশাবাদী মানুষের ধৈর্য? মাঝে-মাঝেই সে ধৈর্যের বাঁধ যে ভেঙে যায়, কখনো বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহীন উন্মাদনায় কখনো পরিকল্পিত কর্মসূচিতে, তাও কি তার দুর্মর আশা ও স্বপ্নেরই বহিঃপ্রকাশ নয়? কলকাতাবাসীর অপার ধৈর্য ও তীব্রতর ধৈর্যচ্যুতি কি সেই একই প্রাণাবেগের প্রকাশ নয়, যা আসে এই শহরের সঙ্গে তার গভীর মমতায় ও সংলগ্নতায়?

পৃথিবীর সব বড়ো শহরেরই বোধহয় সবচেয়ে বড়ো প্রেমিক তার কবিরা। প্যারিস নিয়ে লুই আরাগঁ-র কবিতা, লন্ডন নিয়ে স্টিফেন স্পেন্ডার, বার্লিন নিয়ে গিওর্গ হাইম, সেন্ট পিটার্সবার্গ বা মস্কো নিয়ে আনা আখমাতোভা, নিউইয়র্ক নিয়ে আলেন গিন্‌সবার্গ, কিংবা

আকণ্ঠ ডুবে আছে মড়াপোড়ানো কলের চিমনি
জোব চার্নকের থ্যাঁতলানো অহংকার।

অমিতাভ দাশগুপ্ত, 'ও গঙ্গা বইছ কেন'

আবর্জনা জমে ওঠে

...কলকাতার রাস্তাঘাট আরও একটু ক্লিন্ন হয়
আবর্জনা জমে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক।...

কবিরুল ইসলাম, 'ঘরে, একঘরে'

দেখি তার মার-খাওয়া মুখ

কলকাতাকে দেখি, দেখি তার
মার-খাওয়া মুখ, ব্যথার মলিন সন্ধ্যা,
হাড়-ভাঙা অসহ্য দুপুর—
তিলে তিলে ক্ষয়;
দাঁত-বার-করা ট্রাম-লাইন
বীভৎস বাজার আর
নকল মিনার...

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, 'মহাকাব্য, লাগাতার গান'

নিকটস্থ রূঢ় কলকাতা

বড়ো জনহীন লাগে, হায় লোকপ্রিয় কলকাতা!
অসম্ভব দ্রুত সব চলে যাচ্ছে, অজস্র রুমাল
ক্রমান্বয়ে উড়ে উড়ে জানাল বিদায়।...

হায় জনাকীর্ণ ভূমি, হায় লোকপ্রিয় কলকাতা!
চতুর্দিক চলে যাচ্ছে, বসে থাকি দুয়ারে তোমার
ক্রমশ রোদ্দুর উঠছে দেয়ালের মতো চারদিকে
তাকাতে পারি না।...

তোমার কীভাবে যে কাটে রাত!...
—কোলকাতা, রেশনকার্ড নাই তোমার?...

দেবী রায়, 'কলকাতা ও আমি'

কেউ ফেরেনি

তুমি কি ফোটাবে আফিমের ফুল, এই শীতে কলকাতা?
চারদিকে গভীর কুয়াশা! মানুষ দেখে না পথ ভোরবেলা :
শুধু দুর্ঘটনা ঘটে যায়।
কথা ছিল, তমসা গভীর হলে একদিন তুমি
রূপকথার রাজকুমার, জ্বেলে দেবে আমাদের
জবাকুসুমসংকাশ সূর্য, আগুনের ফুল! আমাদের
চারদিকে বড়ো বেশি বিবর্ণ কাপুরুষতা, বড়ো
নিরাশ্রয় পিছুটান!
ব্রাহ্মমুহূর্তে ছায়ার মতো কারা ছেড়ে গেছে ঘর?
আমরা জেগে ঘুমিয়েছিলাম, কলকাতা! এখন
এইমাত্র জানি, তারা কেউ ফেরেনি; শুধুই ভেসে
আসে হরিধ্বনি, বহুদূর থেকে...

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'তুমি কি ফোটাবে আফিমের ফুল, কলকাতা'

হাজার পায়ে কেন্নো

...চন্দনা নেই তল্লাটে
দুধেও নেই সর
হাজার পায়ে কেন্নো হাঁটে
কলকাতা শহর।

চিত্ত ঘোষ, 'হাজার পায়ে'

ময়লা বর্ষা

আকাশে ময়লা বর্ষা পথঘাট জলে জলাকার
ট্রামে বাসে গায়ে গায়ে ভিজে জামা কাদামাখা পায়,

ফাঁকা ট্রাম

...একটা ফাঁকা ট্রাম চলে যায়
একটা কাক
দুপুরের রোদ
না
কেউ আসবে না

পুষ্কর দাশগুপ্ত, 'দাঁড়িয়ে'

ঘুম-ভাঙানিয়া

শেষ ট্রাম চলে গেছে মাতালের মতো টলে চিৎপুর ছেড়ে, নাগরিয়া,
ত্রয়োদশী চাঁদ তার ঠান্ডা চাদরখানা বিছিয়েছে শ্মশানের ধারে
গঙ্গার মলিন ঘুম আড়মোড়া ভেঙে শোয় হা-ঘরে পাখির চিৎকারে,...
ভোরের ট্রামের ঘন্টা ঢং ঢং ছুটে যায় ঘুম-ভাঙানিয়া
শিয়ালদ লাইনের ফাঁকে কে এক জোয়ান শুয়ে ঘাড় গুঁজে কেন, নাগরিয়া!

সিদ্ধেশ্বর সেন 'নাগরিয়া'

মধ্যিখানে ট্রামলাইন

কাল, রাতে এক স্বপ্ন দেখলাম।
একটি রাস্তা মাত্র,
পাতা ট্রামলাইন, চলছে ট্রাম।
এই ট্রামেতে কখনো দেখলাম না ছেদ : অথচ এ ট্রাম নয়,
তবু তার দীর্ঘতা
ট্রেনের চাইতে অনেক বেশি।
লাইন পার হয়ে ওপারে অনেক আকাশ,
অনেক স্পষ্ট আর আলোকিত সবুজ,
মুক্তির চিরন্তন প্রান্তর,
আর,
তুমি।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, 'প্রিয় আমার : মধ্যিখানে ট্রামলাইন'